POPULATION COMPOSITION

আজকে পড়ার বিষয় বস্তু হল জনসংখ্যার গঠন। প্রথমে জেনে নেয়া যাক যে জনসংখ্যার গঠন বলতে কি বুঝায়। কোন দেশের জনসংখ্যা মূলত যে যে বিষয় দ্বারা গঠিত হয় বা প্রভাবিত হয় সেই বিষয়গুলোকেই একত্রে আমরা জনসংখ্যার গঠন বলি। আমরা দেখেছি সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যার বন্টন যেমন আলাদা আলাদা হয়েছে তেমনি প্রতিটি দেশের জনসংখ্যার উৎপাদনশীলতা, প্রকৃতি, প্রভৃতি বিষয় গুলো আলাদা আলাদা হয়েছে। জনসংখ্যার এইরকম পার্থক্যের প্রধান কারণই হলো জনসংখ্যার গঠনগত পার্থক

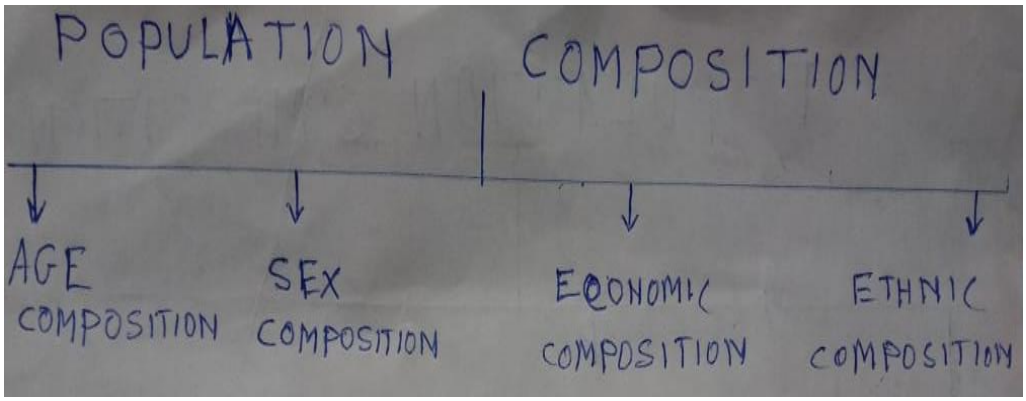

উপরের টেবিলটি থেকে বুঝতে পারছ যে জনসংখ্যার গঠন চারটি বিষয় দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে বা জনসংখ্যার গঠনের মধ্যে এই চারটি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি। এখন আমরা এর চারটি বিষয় সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করব।

1.AGE COMPOSIOTIONজনসংখ্যা গঠনের প্রথম আলোচ্য বিষয় হল বয়সগত গঠন। এর অর্থ হল কোন জনসংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন বয়সের অনুপাত এর জনসংখ্যা কি পরিমাণে রয়েছে।কোন দেশের

অর্থনীতির ক্ষেত্রে জনসংখ্যার বয়সের বিষয়টি অধ্যায়ন করা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা একটু

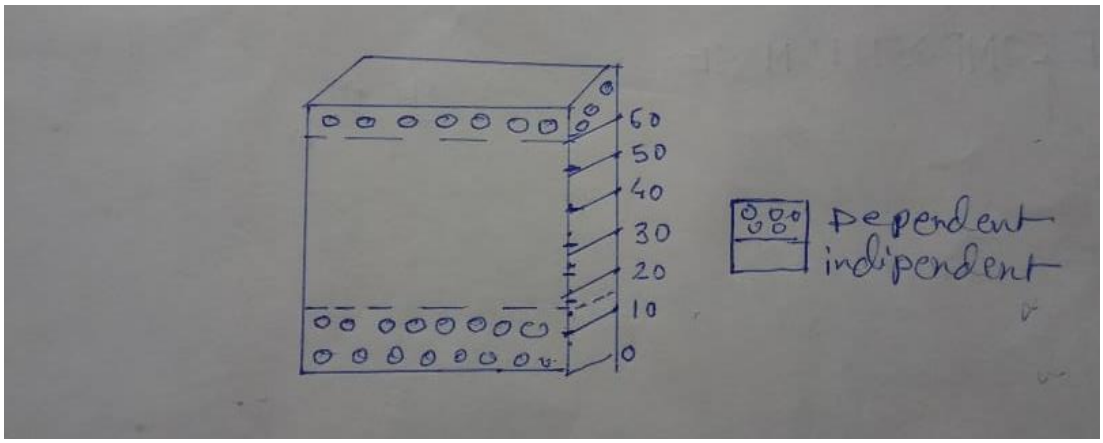

উপরের চিত্রে একটি বর্গাকার বা squuare diagram আছে।এই বর্গের মধ্যে জনসংখ্যার বয়স কতো বন্টনের প্রকৃতি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।তোমরা দেখো এই বর্গের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে জনসংখ্যার 15 বছরের নিচে এবং 60 বছরের উপরে থাকা অংশকে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বলা হচ্ছে।উৎপাদনশীল কাজের সাথে যুক্ত থাকতে পারে না।15 থেকে 60 বছরের মধ্যে থাকা জনসংখ্যা উৎপাদনশীল হয়ে থাকে।যে দেশে 15 বছরের নিচে এবং 60 বছরের উপরে থাকা জনসংখ্যার পরিমাণ এবং অনুপাত বেশি থাকে সেই দেশের মোট উৎপাদন কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে তাহলে ওই দেশটির অর্থনীতির ওপরে যথেষ্ট চাপ তৈরি হবে। তবে বিষয়টি অতটা সহজ সরল নয়।আমরা জানি পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার যথেষ্ট কম এবং এই দেশগুলিতে পরিষেবা উন্নত হওয়ার জন্য মানুষের পরম আয়ু বেশি থাকে।ফলে এই সকল দেশেতে 15 বছরের নিচে থাকা জনসংখ্যার অনুপাত কম থাকলেও অধিক পরমায়ু হওয়ার জন্য এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি সার্বিকভাবে কম থাকার জন্য 60 বছরের উর্ধ্বে থাকা জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি থাকে। ফলে অধিকাংশ উন্নত দেশে তে এই বয়স্কদের অনুপাত বেশি থাকার জন্য এবং মধ্যম অর্থাৎ উৎপাদনশীল জনসংখ্যার অনুপাত কম থাকার জন্য এই সকল দেশেতে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক তথা অন্যান্য মানবীয় কার্যকলাপের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। মূলত এই কারণেই উন্নত দেশগুলিতে আমাদের ভারতবর্ষের মতো জনবহুল দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ছাত্র থেকে শুরু করে শ্রমিক দের পরিব্রাজন

এর ক্ষেত্রে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।অন্যদিকে ভারতবর্ষের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ভারতবর্ষের মতো উন্নতশীল দেশেতে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনো সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি অথচ মৃত্যুহার কমে গেছে, সেখানে এই অবস্থায় পরমায়ু যেমন অধিক তেমনি মধ্যম তথা উৎপাদনশীল বয়সের জনসংখ্যার অনুপাত যথেষ্ট বেশি থাকে। তাই ভারত বর্ষ ও চিনির মতো দেশে যে কোন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যথেষ্ট পরিমাণে যোগান থাকে।আর এই সুবিধা থাকার জন্যই বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা গুলি ভারত ও চীনে তাদের উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করছে। সার্বিকভাবে বলতে পারা যায় উন্নত দেশগুলিতে নির্ভরশীল অনুপাত বেশি হওয়ার জন্য এই সকল দেশে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। আবার ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে মধ্যম তথা উৎপাদনশীল অনুপাত যথেষ্ট পরিমাণে বেশি সেখানেও যেমন সব শ্রমিকের সুবিধে রয়েছে তেমনি প্রচুর পরিমাণে জীবিকার চাহিদা তৈরি হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী জীবিকার সুযোগ তৈরী না হওয়ায় বেকারত্বের সমস্যা তৈরি হয়েছে।

2.SEX COMPOSITION কোন দেশের জনসংখ্যায় নারী এবং পুরুষের অনুপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।গোটা দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে সাথে নারীদের সমান অংশগ্রহণ থাকা দরকার।উন্নত দেশের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি দেখা গেলেও উন্নতশীল এবং অনুন্নত দেশ এতে নারীদের পুরুষদের তুলনায় অধিকার সমান ভাবে থাকে না এবং নারী নির্যাতন স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায় এই কারণেই নারীরা অনুৎপাদনশীল থাকে। সাধারণভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে সকল দেশের নারীরা পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে অধিকার পায় সেখানে নারীদের এবং পুরুষদের অনুপাত প্রায় সমান সমান থাকে। কিন্তু যেখানে নারীরা নানাভাবে বঞ্চিত হয় সেখানে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় কম থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদেরকে সমাজে অবহেলার চোখে দেখা হয়। এই সকল দেশেতে জন্মানোর আগেই বেআইনিভাবে সন্তান সম্ভাবা নারীর পেটে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে ভ্রূণ হত্যা করা হয়। অর্থাৎ নারী সন্তান জন্মানোর আগেই সেই নারী সন্তানকে পৃথিবীতে কে অবলুপ্ত করে দেয়া হয়। এমনকি জন্মানোর পরেও সংসারে বা পরিবারের মধ্যে নারী সন্তানকে অবহেলার চোখে দেখার ফলে অপুষ্টিজনিত কারণে অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা দুর্বল এবং স্বল্প পরমায়ুর হয়ে থাকে।সমাজে বিভিন্ন ধরনের অধিকার থেকে নারীদেরকে সরিয়ে রাখা হয়।নারীদের জনসংখ্যা পুরুষদের তুলনায় কম থাকে।

এখন দেখে নেয়া যাক নারী পুরুষের অনুপাত বলতে কী বোঝায়।

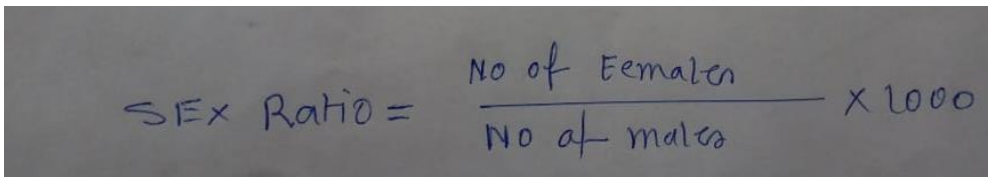

উপরের সমাধান থেকে তোমরা বুঝতে পারছ যে নারী পুরুষ অনুপাত বলতে বোঝাচ্ছে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা কত তার কে।নিচে একটি তালিকার সাহায্যে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছো যে পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশগুলিতে নারীদের অনুপাত পুরুষদের তুলনায় প্রায় সমানই থাকে। আবার অনুন্নত দেশে নারীদের অনুপাত পুরুষদের তুলনায় যথেষ্ট কম থাকে।কিন্তু বিষয়টি এতটা সহজ সরলভাবে সব সময় থাকেনা। উদাহরণ হিসেবে ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক।সাধারণ যে নিয়ম আমি এতক্ষণ ধরে তোমাদের বললাম অর্থাৎ উন্নত দেশ এতে নারীদের অনুপাত অধিক এবং অনুন্নত দেশে নারীদের অনুপাত পুরুষদের তুলনায় কম এটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে।যেমন কেরালাতে নারীদের অনুপাত পুরুষদের তুলনায় কখনো কখনো অধিক হয়ে গেছে।কেরালার আর্থসামাজিক পরিস্থিতি আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ভালো তাই এখানে নারীদের মর্যাদা সবার থেকে বেশি রয়েছে। কিন্তু মাইক্রো লেভেলে অর্থাৎ যদি আমরা ছোট পরিসরেক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম চিত্র লক্ষ্য করা গেছে। ভারতবর্ষের বেশকিছু গ্রামে যেখানে আমরা দেখব যে কাজের জন্য অধিক সংখ্যায় পুরুষেরা বাইরে অর্থাৎ শহরের দিকে চলে গেছে সেই সকল গ্রামে নারীদের অনুপাত পুরুষদের তুলনায় অধিক হয়েছে। আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের অধিকাংশ পরিব্রাজন লিঙ্গ ভিত্তিক ।অর্থাৎ অধিকাংশ পরিব্রাজন এর ক্ষেত্রে পুরুষেরও অংশগ্রহণ করে থাকে বিশেষত অর্থনৈতিক পরিব্রাজন এর ক্ষেত্রে।এই অবস্থায় গ্রামের মধ্যে যেখানে নারীরা সেই গ্রামের মধ্যে থেকে যায় এবং পুরুষেরা বাইরে বেরিয়ে যায় সে ক্ষেত্রে নারীদের অনুপাত পুরুষদের তুলনায় অধিক হয়ে যায়। তার অর্থ এই নয় যে গ্রামটি খুবই উন্নত।

কোন দেশের জনসংখ্যা বয়স এবং লিঙ্গ এই দুটি বিষয়কে সংযুক্ত করে বয়স লিঙ্গ পিরামিড দেখানো হয়ে থাকে। নিচে বিভিন্ন ধরনের বয়স লিঙ্গ পিরামিড দেখানো হলো।

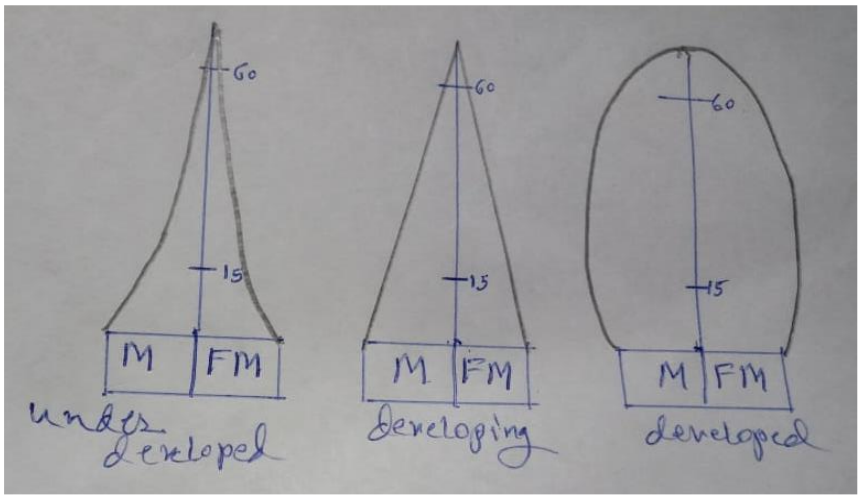

সবার বাঁদিকে পিরামিড হলো অনুন্নত দেশের বয়স লিঙ্গ পিরামিড। এই সকল দেশের জন্মহার যেমন বেশি থাকে তেমনি মৃত্যুহার বেশি থাকে।ফলে এই পিরামিড এর নিচের দিকটা যেমন চওড়া থাকে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রুত নারী ও পুরুষদের সংখ্যা কমতে থাকায় রেখা দুটি অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর রেখা ও যথেষ্ট শুরু হতে থাকে।এই বয়স লিঙ্গ পিরামিড থেকে দেখলে দেখা যাবে যে বয়স্ক লোকেদের সংখ্যা যথেষ্ট কম। এ থেকে বোঝা যায় পরমায়ু যথেষ্ট কম।

এরপরে মাঝখানের বয়স লিঙ্গ পিরামিড টি লক্ষ্য কর।চীনের বয়স লিঙ্গ পিরামিড এইরকম ধরনের হয়।এই সকল দেশে জন্ম হওয়ার অধিক থাকলেও মৃত্যুহার কম হওয়ায় নারী ও পুরুষের দুটি লেখাউঠে গিয়ে একটি জায়গায় গিয়ে মিলিত হয়েছে।বাঁ দিকের তুলনায় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বয়স্কদের অনুপাত এই জনসংখ্যার মধ্যে কিছুটা হলেও বেশি থাকে। শিশু মৃত্যুর হার ও যথেষ্ট কম থাকে।

সবার ডান দিকে আছে উন্নত দেশের বয়স লিঙ্গ পিরামিড।এই পিরামিড এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো জন্ম হওয়ার যথেষ্ট কম এবং মৃত্যু হার কম হওয়ায় অধিকাংশ মানুষ বেঁচে থাকে এর ফলে জন্মানোর পর থেকে নারী ও পুরুষের রেখা দুটি মধ্যভাগ স্ফীত হয়ে গেছে।এর সাথে সাথে লক্ষ্য করা গেছে যে

বয়স্কদের জনসংখ্যার পরিমাণ ও যথেষ্ট বেশি তাই পুরুষ ও নারীর দুই লেখা ওপরের দিকে সংস্কৃতি নাহয় গম্বুজের মত হয়ে যুক্ত হয়েছে।

3.ECONOMIC COMPOSITION অর্থনৈতিক গঠন বলতে বোঝায় কোন একটি দেশের জনসংখ্যায় মানুষ কি কি ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এর সাথে যুক্ত রয়েছে। অনুন্নত দেশগুলোতে যেখানে কৃষি প্রধান জীবিকার উৎস এবং কৃষির বিকল্প যেখানে সঠিকভাবে তৈরি হয়নি সেখানে দেখা গেছে যে অধিকাংশ কৃষিকার্য নির্ভর হয়ে পড়েছে মানবীয় শ্রমের এর উপর।ফলে এই সকল দেশের মানুষের কাছে জনসংখ্যায় হলো সম্পদের একমাত্র উৎস।অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক পরিবার মনে করে থাকে যে যদি জনসংখ্যা তাদের পরিবারে বাড়ে তাহলে সেই অতিরিক্ত জনসংখ্যার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যোগান সহজে দেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক সমাজ এর কাছে more population more resource। অন্যদিকে যে সকল দেশ উন্নত সেখানে কৃষি ছাড়াও অন্যান্য জীবিকা তৈরি হয়ে গেছে। শিল্প-বাণিজ্য বিভিন্ন পরিষেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রের মধ্যে অসংখ্য মানুষ নিয়োজিত থাকে। ফলে একটি পরিবার অতি সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান পেয়ে যায়।উপযুক্ত শিক্ষা এবং সচেতনতার মাধ্যমে এই সকল পরিবার উপলব্ধি করতে পারে যে জনসংখ্যা যত কম হবে ততই সেই পরিবার তথা দেশের পক্ষে কল্যাণ হবে। স্বাভাবিকভাবে জনসংখ্যার পরিমাণ কম থাকে।

4.ETHNIC COMPOSITION মানব জাতির উপর শ্রেণীকে জাতি বলা হয় এই জাতি গোষ্ঠী পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের হয় তা তোমরা জানো। পৃথিবীতে মূলত পাঁচটি জাতিগোষ্ঠী রয়েছে ককেশয়েড, নিগ্রোয়েড, মঙ্গলয়েড ,অস্ট্রালয়েড, এবং অামেরিকান ইন্ডিয়ান। জনসংখ্যা গঠনের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে তোমাদের বলছি।কারণ অধিকাংশ জনসংখ্যার বইতেই এদের সম্পর্কে তোমরা যথেষ্ট বিস্তীর্ণভাবে আলোচনা পাবে কিন্তু জনসংখ্যার গঠনে এথনিক বা জাতি গোষ্ঠীর গুরুত্ব কি,? এই বিষয়টি তোমাদেরকে আমি আলোচনা করব। দেখো এই যে পাঁচটা জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে তোমাদের বললাম প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর কিন্তু নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার দ্বারা একে অপরের থেকে তারা পৃথক।গায়ের রং উচ্চতা মস্তিষ্কের আকৃতি মুখের রং চুলের রঙ চোখ দেহের গঠন রক্তের শ্রেণী প্রভৃতি বিষয়গুলি তাদের পরস্পর থেকে পৃথক। এটি যেমন সত্যি তেমনি এটাও সত্যি যে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষাগত বন্টন এবং সচেতনতা বিভিন্ন রকমের হয়েছে এবং এর ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং গতিপ্রকৃতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে।